মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি'র সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য খরিফ মৌসুমের প্রণোদনা কার্যক্রম

ঢাকা, ১৩ চৈত্র, ১৪২২ বঃ; ২৭ মার্চ, ২০১৬ খ্রিঃ

কৃষি মন্ত্রণালয় দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খরিফ ২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী ও নেরিকা আউশ আবাদ বৃদ্ধির প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ, রাসায়নিক সার এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান) ও কুমড়াজাতীয় সবজী মাছি পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধৈঞ্চা চাষের জন্য প্রণোদনা কর্মসূচী গ্রহন করেছে। রোববার (২৭ মার্চ) সকালে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি এ প্রণোনা কর্মসূচি ঘোষনা করেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও বরেন্দ্র এলাকার জেলাসমূহ যেখানে সেচের সুব্যবস্থা নেই এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আউশ নির্ভর জেলাসমূহে আউশের বিভিন্ন জাত জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে এ প্রণোদনা কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। গৃহীত প্রণোদনা কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আউশ আবাদে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ, আবাদের এলাকা বৃদ্ধি করণ, উফসী জাতের সম্প্রসারণ, ফসল সমূহের হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি, সার্বিকভাবে ধান ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।

প্রণোদনার আওতায় জেলাগুলো হলোঃ নারায়নগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্রগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, নোয়াখালী, ফেনি, লক্ষীপুর, কক্সবাজার, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নড়াইল, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, বরগুনা, ভোলা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন প্রণোদনা মোট মঞ্জুরীকৃত অর্থ ৩৩,০০,৬২,২৩৫ টাকা (তেত্রিশ কোটি বাষট্রি হাজার দুইশত পয়ত্রিশ টাকা) যা ২,৩১,৩৬৩ বিঘা জমির জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও রাসায়নিক সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। এ প্রণোদনার সুবিধা পাবেন ২,৩১,৩৬৩ জন কৃষক।

প্রণোদনার জন্য বিঘা প্রতি কৃষি উপকরণ সহায়তার পরিমান প্রতি কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য ৫(পাঁচ) কেজি করে উফসী আউশ ধানের বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০(দশ) কেজি ডিএপি এবং ১০(দশ) কেজি এমওপি সার, সেচ বাবাদ ৪০০/-(চারশত) টাকা পাবেন। এছাড়া ১ বিঘা জমির জন্য প্রতি কৃষক পাবেন ১০ (দশ) কেজি নেরিকা আউশ ধানের বীজ, ২০(বিশ) কেজি ইউরিয়া, ১০(দশ) কেজি ডিএপি এবং ১০(দশ) কেজি এমওপি সার, সেচ বাবদ ৪০০/-(চারশত) টাকা এবং আগাছা দমন বাবদ ৪০০/-(চারশত) টাকা পাবেন।

উক্ত প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ৭০৫৭৮.৪৬ মেট্রিক টন উফশী আউশ উৎপাদন হবে এবং ১০০৩৩.৫০ মেট্রিক টন নেরিকা আউশ উৎপাদন হবে বলে ধারনা করা যায়।

তিনি বলেন, এছাড়া ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কুমড়াজাতীয় সবজীর মাছি পোকা দমনের সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২,৮৮৫ জন চাষী কে ৮৯,৪৩৯৩৩ টাকা ব্যয়ে বিপুল পরিমান পট ও লিউর প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের ৬৪ জেলায় কুমড়া উৎপাদন কারী উপজেলা সমূহের ২,৮৮৫টি প্লটের প্রদশর্নী বাস্তবায়িত হবে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ২০১৬-১৭ মৌসুমে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধৈঞ্চা চাষের জন্য ৫০০০ চাষীকে ১,০৭,০০,৭৫০ টাকা ব্যয়ে ধৈঞ্চা ফসলের বীজ প্রদান করা হবে। এছাড়া মোট ৫০০০টি ধৈঞ্চা চাষের প্রদশর্নী প্লট প্রদর্শন বাস্তবায়ন করা হবে।

খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী আউশ, নেরিকা আউশ এবং ধৈঞ্চা ও কুমড়া জাতীয় সব্জি চাষ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি সর্বমোট (২৭২১.৬২১৫৭ + ৫৭৯.০০ + ১৯৬.৪৪৬৮৩) = ৩৪৯৭.০৬৮৪ লক্ষ (চৌত্রিশ কোটি সাতানব্বাই লক্ষ ছয়শত চুরাশি) টাকা প্রণোদনা মঞ্জুরী প্রদান করা হলো।

প্রস্তাবিত এ প্রণোদনা কর্মসূচীতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে সংকুলান করা হবে এবং এর জন্য কোন অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না।

২৭.০৬.১৬

বিবেকানন্দ রায়
সিনিয়র তথ্য অফিসার
কৃষিমন্ত্রণালয়,
মোবাঃ ০১৭১১-৮১৫৮৮১
ফোনঃ ৯৫১৪৭৭৬
E-mail: vivekroy07@yahoo.com